ঢাবি ছাত্র বকরের মৃত্যু

ডিএমপি কমিশনারের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়নি

বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটি জব্দ করেছে ৪টি টিয়ার শেল

স্টাফ রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিকের মৃত্যু নিয়ে ডিএমপি কমিশনার একেএম শহীদুল হকের বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যায়নি। আবু বকরের রুমমেট, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, পুলিশের ছোড়া টিয়ার শেলেই আবু বকরের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে আবু বকরের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ডিএমপি কমিশনারের বক্তব্যের সঙ্গে গরমিল পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি। নিহত আবু বকরের ৪০৪নং কক্ষ থেকে তদন্ত কমিটি উদ্ধার করেছে চারটি ব্যবহৃত টিয়ার শেল। তদন্তের স্বার্থে এসব টিয়ার শেল জব্দ করেছে কমিটি।

তদন্ত কমিটির প্রধান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রো-ভিসি প্রফেসর হারুন-অর রশিদ জানান, 'আমরা তিনটি ব্যবহৃত টিয়ার শেল সংগ্রহ করেছি। এগুলো আলামত হিসাবে দেখা হচ্ছে।' পুলিশের টিয়ার শেল নাকি ইটের আঘাত-কিসে মৃত্যু হয়েছে আবু বকরের এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে তদন্ত চলছে, পুরো বিষয় খতিয়ে দেখার পর প্রকৃত ঘটনা জানা যাবে।' প্রো-ভিসি বলেন, 'ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। অপরাধীদের রাজনৈতিক পরিচয় আমাদের কাছে মুখ্য নয়।'

গত ১ ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় মারাত্মক আহত হন আবু বকর। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪০ ঘণ্টা চিকিৎসাধীন থাকার পর বুধবার সকাল ৯টা ২৩ মিনিটে তার মৃত্যু হয়।

ঘটনা তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট প্রো-ভিসি প্রফেসর হারুন অর রশিদকে আহ্বায়ক করে গঠিত নয় সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে কমিটিকে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে।

আবু বকর মারা যাওয়ার পর গত শুক্রবার ডিএমপি কমিশনার শহীদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, পুলিশের টিয়ার শেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর ছিদ্দিকের মৃত্যু হয়নি। ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের সময় ইট বা অন্য কিছুর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে। পরে এ নিয়ে তীব্র বিতর্ক দেখা দেয়।

পুলিশ কমিশনারের বক্তব্যের সঙ্গে গরমিল তদন্ত কমিটির : আবু বকরের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ডিএমপি কমিশনারের বক্তব্যের পরদিনই গত শনিবার তদন্ত কমিটি আবু বকরের কক্ষ থেকে চারটি ব্যবহৃত টিয়ার শেল উদ্ধার করেছে। টিয়ার শেলগুলো আলামত হিসেবে জব্দ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি। প্রো-ভিসি ড. হারুন অর রশিদের নেতৃত্বে কমিটির ৫ জন সদস্য তদন্ত করতে এএফ রহমান হলে যান। নিহত আবু বকরের কক্ষে যাওয়ার পর ওই কক্ষের বাসিন্দা রেজাউল করিম তদন্ত কমিটির কাছে ব্যবহৃত চারটি টিয়ার শেল তুলে দেন।

তিনি বলেন, ঘটনার রাতে পুলিশ পাঁচতলার ৫০৩ নং কক্ষ থেকে আমাদের কক্ষের ব্যালকনি লক্ষ্য করে একটি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। এটি আবু বকরের মাথায় লেগে নিচে পড়ে যায়। এর আগে জানালা দিয়ে পুলিশ রুমের ভেতর চার থেকে পাঁচটি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। যে কারণে আমরা রুম ছেড়ে ব্যালকনিতে আশ্রয় নেই। ঘটনার পরে এই চারটি শেলের খোসা আমরা রেখে দেই।

কমিটির সদস্যরা হলের বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখেন। এ ঘটনায় কারো কোনো বক্তব্য থাকলে তা লিখিত কিংবা কমিটির কাছে মৌখিকভাবে জানানোর জন্য বলেন তারা।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা : আবু বকরের রুমমেট ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দর্শন বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র নাদিম

বলেন, ‘ঘটনার সময় রাত আড়াইটার দিকে পুলিশ যখন হলে ঢুকলো তখন আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। প্রথমে পুলিশ আমাদের রুমের জানালার কাচ ভেঙে পর পর চারটি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে। ঘুম ভেঙে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমরা পড়ে যাই ঝাঁঝালো ধোঁয়ার ভেতর। ধোঁয়ায় নিঃশ্বাসও নেয়া যাচ্ছিল না। ধোঁয়ায় রুম অন্ধকার হয়ে গেলে আমরা আটজন ব্যালকনিতে গিয়ে আশ্রয় নিই। আমাদের ঠিক উপরে ৫০৩ নম্বর রুমে সে সময় পুলিশের অ্যাকশন চলছিল। তাদের বেধড়ক মারধরে ছাত্ররা চিৎকার করতে থাকে। ওই সময় পুলিশ উপরের রুমের ব্যালকনি থেকে আমাদের লক্ষ্য করে টিয়ার শেল ছুড়তে থাকে। তারই একটি আবু বকরের মাথার পেছনে আঘাত করলে সে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। ব্যালকনিতে পুলিশ অনবরত টিয়ার শেল নিক্ষেপ করায় এবং ধোঁয়ার কারণে আমরা তাকে রুমের ভেতরে আনতে পারছিলাম না। এ কারণে প্রায় আধাঘণ্টা ব্যালকনিতে পড়ে ছিল আবু বকরের অচেতন দেহ। সংঘর্ষ থেমে যাওয়ার পর তাকে রুম থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।’ ঘটনার সময় নিহত আবু বকরের কাছাকাছি থাকা অন্য সহপাঠীদের বিবরণও একই রকম।

আহত হওয়ার সময় আবু বকর সিদ্দিকের সঙ্গে ছিলেন আরো সাতজন। তাদের বক্তব্য, পুলিশ ছাড়া তাদের ওপর আঘাত করার কেউ ছিল না। পুলিশই তাদের রুমের ভেতরে ঢুকে বেধড়ক পেটায়। রুমের ভেতরে চারটি টিয়ার শেল মারে। ধোঁয়া থেকে বাঁচতে তারা প্রথমে লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকেন। পরে সহ্য করতে না পেরে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ান। সেখানেও টিয়ার শেল এসে পড়লে আহত হন আবু বকর সিদ্দিক।

ঘটনার একদিন পর সরজমিন ৪০৪নং কক্ষে গিয়ে দেখা যায়, ভেতরে পড়ে রয়েছে টিয়ার শেলের খোসা, মেঝেতে শুকিয়ে কালচে হয়ে আছে রক্ত, পড়ার টেবিলে রক্তভেজা খাতা, বিছানা-তোষক এখনো রক্তমাখা, কাপড় চোপড়ে ছোপ ছোপ রক্ত। ভেঙে যাওয়া টিউবলাইটও পড়ে আছে সেভাবেই। টিয়ার গ্যাসের ঝাঁঝ থেকে বাঁচতে রুমের বাইরে যে আগুন জ্বালিয়েছিল আবু বকর ও তার পার্শ্ববর্তী রুমের ছাত্ররা তার ছাই পড়ে রয়েছে সেভাবেই। কক্ষের ভেতরেও উড়ে গিয়ে পড়েছে ছাই।

চিকিৎসকরা এখন নীরব : আবু বকর নিহত হওয়ার পর পরই কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কেউ কেউ কিভাবে মারা গেছে এ বিষয়ে বক্তব্য দিলেও এখন কোনো চিকিৎসকই মুখ খুলছেন না। আবু বকর মারা যাওয়ার দিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শফিউল আলম ঘটনার পরের দিন সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, ‘ফোসসিভলি অ্যাটাকের’ কারণে মাথার পেছনের অংশ ফেটে রক্তক্ষরণ হওয়ায় আবু বকর মারা গেছে। এসময় তিনি বলেছিলেন, তার মাথার পেছন দিকে ব্রেইনের কাছে স্টিল-জাতীয় বস্তু পাওয়া গেছে। আহত হওয়ার পর তার মাথায় অস্ত্রোপচার করেন চার চিকিৎসক। তাদেরই একজন ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক ডা. রাজিউল হক। তিনি বলেন, বকরের মাথার পেছনের অংশ থেঁতলানো ছিল। আঘাতের জায়গায় ৫ সেন্টিমিটার গোল হয়ে দেবে গেছে। মাথায় লম্বা হয়ে বেশ কিছু অংশ ফেটেও যায়। এটা কোনো বুলেটের আঘাত নয়। মাথার গোল হয়ে দেবে যাওয়া অংশে কোনো চামড়া ছিল না। তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগে তার মাথার অস্ত্রোপচার করতে। ব্রেইনের নিচে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছিল। কিসের আঘাত তা স্পষ্ট নয়। তবে গুলি বা রডের আঘাত বলে মনে হয়নি। এরপর যোগাযোগ করেও ডাক্তারদের বক্তব্য আর পাওয়া যায়নি।

পুলিশের বক্তব্যের অসারতা : এফ রহমান হলে পুলিশ কি ধরনের টিয়ার শেল ব্যবহার করেছিল তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েছে। পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন, তাদের ব্যবহৃত টিয়ার শেল থেকে গ্যাস ছাড়া শক্ত কিছু বের হয় না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত কয়েকটি ঘটনায় পুলিশের ব্যবহৃত টিয়ার শেলের খোসা থেকে এ কথাটির সত্যতা পাওয়া যায়নি। সর্বশেষ আবু বকরের মৃত্যুর পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঠেকাতে পুলিশ যে টিয়ার শেল ব্যবহার করেছিল, সেই শেলের পরিত্যক্ত অংশও স্টিলের ছিল। শিক্ষার্থীদের আন্দোলন থেমে যাওয়ার পর টিয়ার শেলের যে পরিত্যক্ত অংশ পাওয়া গেছে, তা স্টিলের তৈরী ছিল। এছাড়া ১৮ জানুয়ারী ছাত্রদল সভাপতি টুকুর ওপর হামলার ঘটনায় পুলিশের ব্যবহৃত টিয়ার শেলের পরিত্যক্ত অংশও স্টিলের তৈরী ছিল।